পাপুল কুয়েতের নাগরিক হলে এমপি পদ বাতিল: প্রধানমন্ত্রী

লক্ষ্মীপুর-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল কুয়েতের নাগরিক হলে তার এমপি পদ বাতিল হবে।

আজ বুধবার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এর আগে সাত দিন বিরতির পর সকাল ১১টায় সংসদের মুলতবি বৈঠক শুরু হয়।

পাপুল বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

সরকারদলীয় সংসদ সদস্য বেনজীর আহমদ-এর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীরা যাতে করোনা পরবর্তী সময়ে পুনরায় কাজে নিয়োগ পেতে পারে, সেজন্য বিদেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এই অন্তর্বর্তী সময়ে বিদেশের বাংলাদেশ মিশনের শ্রমকল্যাণ শাখার মাধ্যমে আমরা দুস্থ ও কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী কর্মীদের মাঝে প্রায় ১১ কোটি টাকার ওষুধ, ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে চাকরিচ্যুত হয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিদেশফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করেছি। এছাড়া, করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে বিনিয়োগ ঋণ প্রদানের জন্য আমরা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছি। এ সংক্রান্ত নীতিমালা ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

তিনি আরও বলেন, ‘হেফাজতের বিরুদ্ধে কোন দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।’

তিনি ষড়যন্ত্রকারী দুষ্টচক্র কর্তৃক হেফাজতে ইসলামের ভেতরকার কল্পিত বিরোধের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলকে আহবান জানান।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

এবার সরকারি উদ্যোগে কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট

করোনায় দেশের সিটি করপোরেশনগুলো এরইমধ্যে অন্যবারের তুলনায় পশুর হাটের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে। অথচ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কোরবানির ভূমিকা ব্যাপক। অসংখ্য চাষি ও ছোট বড় খামারিরা দেশের কোরবানির পশুর চাহিদা মেটাতে সারা বছর ধরে গরু-ছাগল পালন করে থাকেন।

এসব খামারি ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কোরবানির পশু কেনা-বেচার জন্য ডিজিটাল হাটের ব্যবস্থা করেছে। এটিই হবে সরকারি উদ্যোগে দেশের সবচেয়ে বড় ‘কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট’। করোনা পরিস্থিতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে ‘উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ’ প্রকল্প (আইডিইএ) এর আগে ‘ফুড ফর ন্যাশন’ নামের একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করে। এরই আলোকে আইডিইএ প্রজেক্টের ‘স্টার্টআপ বাংলাদেশ’ ব্যানারে ডিজিটাল হাটের এই উদ্যোগটি গ্রহণ করে প্রকল্পটি।

এই হাটে ক্রেতারা ঘরে বসেই গরুর ছবি ও ভিডিও দেখার ও লাইভ ওজন জানার সুযোগ পাবেন। একইসঙ্গে তিনি গরু চাষি, খামারি বা ব্যাপারীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পাবেন। এরপর নির্দিষ্ট স্থান থেকে অথবা হোম ডেলিভারির ভিত্তিতে অর্থের

বিনিময়ে গরু সংগ্রহ করতে পারবেন।
দেশের সর্ববৃহৎ এই ডিজিটাল হাটের জন্য সারা বাংলাদেশ থেকে গরু- ছাগলের চাষি, খামারের মালিক ও সাধারণ পশু ব্যবসায়ীদের নিবন্ধন কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। উল্লেখিত পেশার যে কেউ https://foodfornation.gov.bd/qurbani2020/ ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে বিনামূল্যে নিবন্ধন করার সুযোগ পাবেন। নিবন্ধনের পর নিজস্ব প্যানেল থেকে পশুর ছবি, ভিডিও ও অন্যান্য তথ্য আপলোড করতে হবে।

এসব ছবি ও তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার তার নিজ খরচে প্রচার করবে। ফলে ক্রেতারা সহজেই তাদের কোরবানির জন্য প্রয়োজনীয় পশু পছন্দের সুযোগ পাবেন এবং বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে ডেলিভারি নিতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ফুড ফর ন্যাশন প্লাটফর্মটি কোরবানির পশুর জন্য দেশের সবচেয়ে বড় ম্যাচ মেকিং ডিজিটাল হাট হতে যাচ্ছে।

খামারি ও চাষিদের অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং ক্রেতা ও তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমি সারা দেশের খামারি ও চাষিদের অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের পশুর তথ্য নিয়ে এই প্লাটফর্মে আসুন। আমরা দেশের সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা অটুট রেখেই আমাদের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডগুলো চালু রাখতে চাই।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কুষ্টিয়া জেলা খাদ্য কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা অটো মিল মালিক সমিতির

কুষ্টিয়া অটো এন্ড মেজর হাস্কিং মিল মালিক সমিতির পক্ষ থেকে সদ্য যোগদানকৃত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসার (ডিসি ফুড) এস এম

তাহসিনুল হককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কুষ্টিয়া অটো এন্ড মেজর হাস্কিং মিল মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া অটো এন্ড মেজর হাস্কিং মিল মালিক সমিতির সভাপতি হাজী আব্দুস সামাদ ও সাধারণ সম্পাদক হাজী জয়নাল আবেদীন প্রধানের নেতৃত্বে সদ্য যোগদানকৃত এ কর্মকর্তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার খাদ্যবান্ধব সরকার। এই কুষ্টিয়া জেলা দেশের এক তৃতীয়াংশ চালের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। তাই বর্তমান সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করতে সকল মিল মালিকদের এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম বজলুর রহমান, সিনিয়র সভাপতি সহ সভাপতি হাজী লিয়াকত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কোষাধক্ষ্য হাজী আবুল হোসেন সরদারসহ কুষ্টিয়া সদর উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান মোল্লা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউতে ৩৭০ শয্যার করোনা সেন্টার চালু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ৩৭০ শয্যার অত্যাধুনিক পূর্ণাঙ্গ করোনা সেন্টার চালু করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যারা কিডনি, হার্টসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভোগার পাশাপাশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তারা এখানে পাবেন উন্নতমানের চিকিত্সা সেবা। বিএসএমএমইউয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. রফিকুল আলমের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও রেসপিরেটরি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত টিম সেবা প্রদানে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে এই করোনা সেন্টারে।

৩৭০ শয্যার মধ্যে ‘কেবিন ব্লকে’ শয্যার সংখ্যা ২৫০টি এবং ‘বেতার

ভবনে’ শয্যার সংখ্যা ১২০টি। ‘কেবিন ব্লকে’ এর মধ্যে ইমার্জেন্সি রোগীদের জন্য রয়েছে ২৪টি শয্যা এবং আইসিইউ শয্যাসংখ্যা হলো ১৬টি। করোনা স্বাস্থ্যসেবায় কেবিন ব্লকে ‘সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট’ স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া রোগীদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলা, নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর, যেমন- সি-প্যাপ, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি শয্যায় রয়েছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপোর্টসহ অন্যান্য চিকিত্সা সুবিধা। মূলত গুরুতর অসুস্থ রোগীরাই এখানে ভর্তি হবেন। অন্যদিকে বেতার ভবনের ১২০ শয্যায় ভর্তি হবেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মডারেট রোগীরা। ৩৭০ শয্যার মধ্যে ১২০ আইসোলেশন বেড রয়েছে। বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে শনিবার থেকে রোগী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রতিদিন তিনটি শিফটে ৬০ চিকিত্সক, ১০০ জন নার্স এবং সংশ্লিষ্ট প্যারামেডিক্স, ওয়ার্ডবয়, এমএলএসএসসহ শতাধিক স্বাস্থ্যকর্মীসহ মোট ২৬০ জন জনবলের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী টিম রোগীদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। করোনা সেন্টারে এই চিকিত্সাসেবা প্রদান ও রোগী ভর্তি কার্যক্রম ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকবে।

দেশে বর্তমানে চিকিত্সায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। দেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে আইপিজিএমআরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এমডি, এমএস, এমফিল ইত্যাদি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান শুরু হয়। তাই যেকোনো জটিল রোগীরা এখানে সুচিকিত্সা পাবেন।

এ কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চেয়েছিলেন বিএসএমএমইউয়ে করোনা সেন্টার চালু হোক। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করোনা সেন্টার চালু করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া জানান, বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে রোগীরা সুচিকিত্সা পাবেন। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টিম গঠন করা হয়েছে। যাদের মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের প্রয়োজন হবে তাদের জন্য এই বোর্ড গঠন করা হবে। আর করোনা রোগীদের জন্য বাড়তি

কোনো খরচ নির্ধারণ করা হয়নি। সাধারণ ও গরীব রোগীদের জন্য আগের নিয়ম বহাল থাকবে।

সূত্র- ইত্তেফাক

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি যুবক নিহত

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আবদুল্লাহ আল নোমান (২৪) নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত যুবকের বাড়ি ফেনী সদর উপজেলার কালিদহ ইউনিয়নের হাজীরবাজার সংলগ্ন গোবিন্দপুর গ্রামে।

শনিবার রাতে কোম্পানির গাড়িতে করে রাজধানী রিয়াদ থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পশ্চিমে জিজান শহরে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। পরে রবিবার স্থানীয় সময় রাতে কোম্পানির পক্ষ থেকে নোমানের মৃত্যুর বিষয়টি তার মামা সৌদি প্রবাসী আবদুল আউয়াল খোকনকে জানানো হয়।

গণমাধ্যমকে আবদুল আউয়াল খোকন জানান, শনিবার রাতে দুর্ঘটনার পর নোমানের খোঁজ মিলছিল না। রবিবার দিনভর বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজ নেয়ার পর সন্ধ্যায় কোম্পানির লোকেরা একটি হাসপাতালে তার মরদেহ শনাক্ত করেন।

তিনি আরও জানান, ওই গাড়িতে নোমানের সঙ্গে ড্রাইভার এবং আরও দুজন ছিলেন। ড্রাইভার ছাড়া বাকি দুজনও নিহত হয়েছেন বলে খবর মিলেছে, তাদের বাড়ি চাঁদপুরে বলেও শোনা গেছে। আর ড্রাইভারও মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসাধীন।

গোবিন্দপুরের সেলিম-ফাতেমা দম্পতির তিন ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে নোমান ছিলেন দ্বিতীয়। ভাগ্যবদলের আশায় বছর দেড়েক আগে সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়েছিলেন তিনি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে আইনজীবীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে : আইনমন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, শুধু বিচারক নয় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে আগামী সপ্তাহ থেকে আইনজীবীদেরকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

রবিবার সহকারী জজদের অনলাইন লার্নিং-এ ৪০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা জানান।

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (জাটি) মহাপরিচালক বিচারপতি খন্দকার মুসা খালেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন আইন সচিব গোলাম সারোয়ার, জাটির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) গোলাম কিবরিয়া।

৪৪ জন সহকারী জজ ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট চার মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন। এ প্রশিক্ষণ গত ১ জানুয়ারি শুরু হয়। করোনা ভাইরাস জনিত পরিস্থিতির কারণে দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় গত ২২ মার্চ এ প্রশিক্ষণ মুলতবি করা হয়। এখন অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ অনলাইন লার্নিং পদ্ধতিতে সমাপ্ত হবে।

আইনমন্ত্রী বলেন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিচারকদের অনলাইন লার্নিং পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি শুভসূচনা। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি মাইলফলক। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপূরণে আরো একটি সাফল্য।

আইনমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের এখনো সুনির্দিষ্ট ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। ফলে বিশ্বব্যাপী আতংক বিরাজ করছে। এ পরিস্থিতিতে একসাথে কাজ করা, স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও বন্ধ রয়েছে। এ মহামারী সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

আনিসুল হক বলেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় পৃথিবী সচল রাখতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিচার বিভাগ। জনগণের বিচার পাবার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল কোর্ট চালুর উদ্যোগ নেন। সে অনুযায়ী আদালতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ করা হয়। এখন এটি আইনে পরিণত করার প্রক্রিয়া চলছে।

আইনমন্ত্রী বলেন, ভার্চুয়াল কোর্ট স্বাভাবিক বিচার ব্যবস্থার বিকল্প নয়। বিশেষ পরিস্থিতির কারণে এটি করা হয়েছে।

করোনায় ইতোমধ্যে দেশে একজন বিচারক, আইনজীবী, বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ১৯৯৭ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। আইনমন্ত্রী করোনায় এ পর্যন্ত মৃত সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

তিনি বলেন, করোনা সংকটে বিচারকগন ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা হিসেবে কাজ করছেন। বিচার বিভাগ সচলে বিচারকদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। তাই এ প্রশিক্ষণ বিচারকদের দক্ষ করতে সহায়ক হবে।

সূত্র- ইত্তেফাক

‘সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সরকার সর্বাত্বক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে’

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রভাবে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে সরকার সর্বাত্বক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, করোনার দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশ ও এদেশের কৃষকেরাও বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি। এটি মোকাবিলায় সরকার কৃষিখাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভর্তুকিসহ নানা প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে।

আজ রবিবার সকালে তার সরকারি বাসভবন থেকে অ্যামেরিকান চেম্বার অব

কমার্স (অ্যামচ্যাম) বাংলাদেশ কর্তৃক কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাস্তিক কৃষকের মাঝে সহায়তা কার্যক্রম অনলাইনে উদ্বোধনকালে কৃষিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

অ্যামচ্যামের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ এরশাদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার, সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. ফারুক আহমেদ প্রমুখ । অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অ্যামচ্যামের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে হলে খাদ্য উৎপাদন আরও অনেক বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। যাতে করে দেশে খাদ্যের কোন ঘাটতি না হয়, খাদ্য আমদানি করতে না হয়। বরং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের সম্ভাব্য খাদ্য সংকটে আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ যাতে তার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য নিয়ে সহযোগিতা করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে করোনা দুর্যোগের মাঝেও লক্ষ্যমাত্রার অধিক বোরো ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে আউশ ধান বীজ, আমন ধান বীজ ও পাট বীজ কৃষকদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। আমনে ও রবি মৌসুমে উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সব সময়ই সহযোগিতা করে আসছে। অ্যামচ্যামের এই কর্মসূচি এ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে। সিরাজগঞ্জ বন্যা কবলিত এলাকার কৃষকেরা এ কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হবে। কৃষিমন্ত্রী এসময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও অ্যামেরিকান চেম্বার অব কমার্সকে (অ্যামচ্যাম) ধন্যবাদ জানান।

আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচ্যাম) নিজেদের দায়িত্বশীলতার অংশ হিসেবে কোভিড- ১৯ মহামারির সংক্রমণে আক্রান্ত প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের জন্য ‘কৃষকদের জন্য সহায়তা’ কর্মসূচিটি হাতে নিয়েছে। যাতে কৃষকেরা নিজ নিজ পরিবারের তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারেন।

সূত্র- ইত্তেফাক